অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

মঙ্গলবার, ০২ জানুয়ারি ২০২৪

সা ক্ষা ৎ কা র

সম্প্রতি ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আশরাফ আহমেদ। ২০২৪ সালে তিনি এ পদে দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্যবসা-বাণিজ্যের বর্তমান এবং আগামীর সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে সমকালের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জসিম উদ্দিন বাদল**

আশরাফ আহমেদ

আমদানি বিকল্প খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো জরুরি

সমকাল : ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ সারাবিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আরও কিছু কারণে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক অর্থনীতি গত বছর চাপের মধ্যে ছিল। নতুন বছরে পরিস্থিতি কেমন হতে পারে মনে করছেন?

আশরাফ আহমেদ : এ যুদ্ধের কারণে বিশ্বে জ্বালানি তেল, খাদ্য, সার, শিল্পের কাঁচামালসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ তৈরি করেছিল। তবে এখন স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরে আসছে। যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে প্রভাব পড়েছিল, তা এখন অনেকটাই উত্তরণের দিকে। আগের মতো বা তার থেকে খারাপ পরিস্থিতি হওয়ার কারণ দেখছি না।

আমি মনে করি, আমাদের দেশের জন্য জ্বালানি সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার আগে জ্বালানি আমদানি হয়তো কমবে না। বিকল্প জ্বালানি উৎস গড়ে তোলা, জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সাশ্রয়ী ব্যবহারই আমাদের ভরসা। খাদ্যপণ্যের আমদানি কমানোও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য কৃষিতে প্রযুক্তিগত উন্নতি, জমির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং আমদানি বিকল্প খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। কিছু পণ্য যেমন– চিনি ও ভোজ্যতেলের চাহিদা কমানোও ভালো উপায় হতে পারে। এ ছাড়া রপ্তানি বহুমুখীকরণ করে আয় বাড়াতে হবে। সে জন্য নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ, নতুন পণ্য রপ্তানি এবং পণ্যের মানের উন্নয়ন প্রয়োজন। আর্থিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাতে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং ঋণের সুদহার যৌক্তিকীকরণ করতে হবে।

সমকাল : গত বছর ডলার সংকটে এলসি খুলতে বেশ জটিলতায় পড়তে হয়েছে ব্যবসায়ীদের। নতুন বছরে এ থেকে উত্তরণে আপনার পরামর্শ কী?

আশরাফ আহমেদ : এলসি খুলতে যে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল, এ বছর তা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে। কারণ মার্কিন ডলারের সুদহার কমার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার সংকট থেকে উত্তরণের যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তা কার্যকারিতার দিকে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই টাকার মান আরও কমে যাওয়ার তেমন কোনো অর্থনৈতিক কারণ দেখছি না। তবে ডলার সংকটকে দীর্ঘ মেয়াদে সমাধান করার জন্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি বাড়ানোর বিকল্প নেই।

সমকাল : দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেক কমে গেছে। ব্যাংকিং খাতেও দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কিছু সমস্যা রয়েছে। সংকট কাটাতে কী করণীয়?

আশরাফ আহমেদ : বর্তমানে রিজার্ভ কমে যাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ঋণ কমে যাওয়া এর অন্যতম কারণ। কভিডের আগের তুলনায় আমাদের মোট স্বল্পমেয়াদি ট্রেড ক্রেডিট যা ছিল, নতুন করে ঋণ না নেওয়ার কারণে তা কমে গেছে। রেমিট্যান্স বাংলাদেশের রিজার্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। রেমিট্যান্স বাড়াতে প্রবাসীদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো জরুরি। এ ছাড়া রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগও রিজার্ভ বাড়ানোর একটি কার্যকর উপায়। বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাংকিং খাতের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে স্বল্প পরিসরে বলা কঠিন। মন্দ ঋণের সমস্যা আসলে ১০ থেকে ১২টি ব্যাংকের সমস্যা, পুরো খাতের নয়। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মন্দ ঋণ এসব ব্যাংকে পুঞ্জীভূত। বাকি ব্যাংক যারা প্রায় ৮০ শতাংশ ঋণের জোগান দেয়, তাদের মন্দ ঋণ মাত্র ৫ শতাংশের কাছাকাছি। এটি আশঙ্কাজনক নয়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এর থেকে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে এসেছে। আমার মতে, করপোরেট সুশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তদারকি জোরদার করতে ব্যাংক কোম্পানি আইনকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ব্যাংকের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। আশা করি ভবিষ্যতেও তারা এমন অবস্থানে থাকবেন। আইন প্রয়োগ এবং সুশাসনের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। খেলাপি ঋণ অধিগ্রহণ ও আদায় করার জন্য বিশেষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি নিয়োগ করা যেতে পারে। এতে করে ব্যাংকের মূলধন সংগ্রহ এবং ঋণ আদায় ত্বরান্বিত হতে পারে। ভিয়েতনাম এ ক্ষেত্রে একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। সেখানে পাঁচ বছরে মন্দ ঋণের পরিমাণ ১৮ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে আনতে এ ধরনের কোম্পানি ভূমিকা রেখেছে। তবে ফলাফল অর্জনের জন্য একটি অনকূল পরিবেশ দরকার। ঋণ আদায়ের বিষয়ে শক্তিশালী আইনগত কাঠামো অপরিহার্য। এর সঙ্গে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করার ক্ষমতাসম্পন্ন দক্ষ আদালত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সমকাল : বর্তমানে এক ধরনের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি চলছে। অর্থনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ডিসিসিআইর আহ্বান কী?

আশরাফ আহমেদ : রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণ হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই দেশ ও জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করতে হবে। বিনিয়োগ হলো অর্থনীতির চালিকাশক্তি, যা এ ধরনের অস্থিরতার কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সে কারণে অবশ্যই অন্য সবকিছুর ওপর অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা উচিত।

সমকাল : গ্যাস সংকটে ভুগছেন শিল্প মালিকরা। এতে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর সমাধানে কী করতে হবে?

আশরাফ আহমেদ : বাংলাদেশের শিল্প খাত গ্যাসের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। গ্যাস সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আমরা বৈদেশিক মুদ্রার যে সংকটে রয়েছি, তাতে আমদানিনির্ভর উপকরণটির সংকট কাটাতে আমাদের বৈশ্বিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করা ছাড়াও 'মিক্সড এনার্জি' ব্যবহারের দিকে যেতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে সরকারকে গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে।